নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

০৪ মে ২০১৪

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা আজ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি এর প্রতিনিধিবৃন্দ, সকল বিভাগীয় কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১৫ মে ২০১৪ হতে দেশব্যাপী ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হচ্ছে। সারাদেশে তিন পর্বে হালনাগাদের কাজ চলবে। প্রথম পর্বে ১৫-২৪ মে ২০১৪, দ্বিতীয় পর্বে ১৫-২৪ জুন ২০১৪, তৃতীয় পর্বে ০১-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তথ্য সংগ্রহকারীগণ বাড়ী-বাড়ী গিয়ে ভোটার হওয়ার যোগ্যদের তথ্য সংগ্রহ করবেন। এসময় তথ্য সংগ্রহকারীগণ ভোটার তালিকা হতে কর্তনের জন্য মৃত ভোটারদের তথ্যাদিও সংগ্রহ করবেন।

০১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ যাদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হবে অর্থাৎ যাদের জন্ম ০১ জানুযারি ১৯৯৭ বা তার আগে এবং যাঁরা ইতিপূর্বে ভোটার হতে পারেননি তাঁদেরকে এবার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যাঁরা ইতিপূর্বে ভোটার হয়েছেন অর্থাৎ যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তাঁদের আর নতুন করে ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নাই।

১৮ বছরের কম বয়সে, একটির বেশি ঠিকানায়, একবারের বেশি বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভোটার হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে কাউকে ভোটার করার পূর্বে সে এর আগে ভোটার হয়েছে কিনা তা সনাক্তের জন্য তার আঙুলের ছাপ (AFIS) ভোটার ডাটাবেইজ এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। একাধিকবার বা একাধিক ঠিকানায় ভোটার হওয়ার জন্য তথ্য প্রদান করা হলেই তা নির্বাচন কমিশনের ভোটার ডাটাবেইজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। যারা এটি করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কারও জাতীয় পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে নতুন করে ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে এবিষয়ে থানায় জিডি করে জিডির কপিসহ নতুন কার্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে আবেদন করতে হবে। ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্রে কোন ভুল থাকলে তাও নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে সংশোধন করা যাবে। কেউ যদি আবাসস্থল পরিবর্তন করেন তাহলে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে। ইতিপূর্বে যারা ভোটার হওয়ার জন্য ছবি তুলেছেন কিন্তু এখনো জাতীয় পরিচয়পত্র পাননি তারা সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিস হতে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

একবার কেউ ভোটার হয়ে থাকলে তার আর নতুন করে ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নাই।

কেউ যদি ১৮ বছর না হওয়া সত্ত্বেও বয়স বাড়িয়ে ভোটার হন তাহলে তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্রেও ভুল জন্ম তারিখ থাকবে। পরীক্ষার সনদপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদির সাথে জন্ম তারিখের গরমিলের কারণে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)